ইউনিট ১৫

বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম
[Teacher Education Curriculum in Bangladesh]

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ হল তার শিক্ষাক্রম। আর এই শিক্ষাক্রম যথাযথভাবে লক্ষ্যদলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকের। এই গুরু দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালনের জন্য দরকার দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক।

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে এদেশের প্রধান তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল:

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে তিন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্স চালু রয়েছে। যেমন: (ক) সাধারণ বিএড (খ) বিএড অনার্স এবং (গ) এমএড।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ (আইইআর) বর্তমানে দুই ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে। যেমন: (ক) সমন্বিত বিএড অনার্স এবং (খ) এমএড।

৩. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) বর্তমানে (ক) সাধারণ বিএড কোর্স চালু রয়েছে। ১৯৯৮ সালের জুলাই থেকে (খ) সিএড এবং ১৯৯৯ সালের জুলাই থেকে (গ) এমএড কোর্স প্রবর্তন করেছে।

কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এই সব কোর্সে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এসব কোর্সের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে (১) ভোকেশনাল এডুকেশনে (ক) সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (খ) ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল এডুকেশন (২) ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং (৩) বি.এসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্স চালু রয়েছে।

বর্তমান ইউনিটে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন ডিগ্রী কোর্স এবং কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র ইউনিটকে চারটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হল:

পাঠ- ১৫.১: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের শিক্ষাক্রম

পাঠ- ১৫.২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর এর শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম

পাঠ- ১৫.৩: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষক্রম

পাঠ- ১৫.৪: ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এর শিক্ষাক্রম

পাঠ ১৫.১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের শিক্ষাক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের–

- বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- এমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদ পরিচিতি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের আওতায় বর্তমানে বিএড, বিএড (অনার্স) এবং এমএড ডিগ্রী কোর্স চালু রয়েছে। দেশের ১০টি সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মধ্যে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তিনটি কোর্সই চালু আছে, টিটি কলেজ (পুরুষ) ময়মনসিংহ এবং টিটি কলেজ রাজশাহীতে বিএড এবং এমএড/এমএ-ইন-এডুকেশন কোর্স প্রচলিত আছে। অবশিষ্ট সরকারি টিটি কলেজগুলোতে এবং কয়েকটি বেসরকারি টিটি কলেজের সবগুলোতে শুধু বিএড এবং কয়েকটিতে এমএড কোর্স চালু আছে। এসব কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের আওতায় পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

বিএড কোর্স

দেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিএড কোর্সের স্থান সর্বপ্রথম। মাধ্যমিক স্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে এর দীর্ঘদিনের ইতিহাস রয়েছে। আজও দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পেশাগত শিক্ষায় দক্ষতা সম্পন্ন শ্রেণি শিক্ষক তৈরি করা।
- শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শক প্রস্তুত করা।
- শিক্ষা সম্বন্ধীয় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতিদান করা।

যোগ্যতা

বিএড প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল ব্যাচেলর অব আর্টস/সাইন্স/কমার্স বা সমমানের অপরাপর ডিগ্রী।

মেয়াদকাল

বিএড কোর্সের মোয়দ কাল হল এক শিক্ষাবর্ষ। তবে এই শিক্ষাবর্ষকে ৬মাস মেয়াদী দুই সিমেস্টারে বিভক্ত থাকে।

পাঠ্যসূচি

বিএড কোর্সে পাঁচটি বাধ্যতামূলক বিষয় রয়েছে। সেগুলো হল:

১. শিক্ষানীতি
২. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান
৩. শিক্ষার ইতিহাস ও তুলনামূলক শিক্ষা
৪. শিক্ষায় মূল্যায়ন ও নির্দেশনা এবং
৫. শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন।

এছাড়া নৈর্বাচনিক বিষয় রয়েছে একগুচ্ছ; তা থেকে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর যে কোন দুইটি বিষয় দিতে হয়। এসব নৈর্বাচনিক বিষয় হল: (১) বাংলা (২) গণিত (৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) ইংরেজি (৫) ইতিহাস (৬) ভূগোল (৭) পৌরনীতি (৮) অর্থনীতি (৯) পদার্থ বিদ্যা (১০) রসায়ন বিদ্যা (১১) জীববিদ্যা (১২) কৃষি বিজ্ঞান (১৩) চারুকলা ইত্যাদি।

বিএড কোর্সকে আবার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) তাত্ত্বিক বাধ্যতামূলক ৫টি + নৈর্বাচনিক ২টি= মোট ৭টি বিষয়ে ৭০০ নম্বর এবং (২) ব্যবহারিক অনুশীলনী পাঠদান ৩০০ নম্বর ।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

তাত্ত্বিক (বাধ্যতামূলক ও নৈর্বাচনিক) বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি ১০০ নম্বরের তন্মধ্যে কলেজের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে ৫০% নম্বর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৫০% নির্দিষ্ট থাকে।

অনুশীলনী পাঠদান ৩০০ নম্বরের মধ্যে কলেজে রেকর্ড ১০০ নম্বর। অবশিষ্ট ২০০ নম্বর চূড়ান্ত অনুশীলনী পাঠদান- আভ্যন্তরীণ পরীক্ষক ১০০ নম্বর এবং বহিঃপরীক্ষক ১০০ নম্বর প্রদান করে থাকেন। অতি সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বি এড কোর্স নবায়ন করেছে।

বিএড (অনার্স)

বি এড (অনার্স)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ডিসিপ্লিনের আওতায় ১৯৯৬ সাল থেকে বিএড অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল:

উদ্দেশ্য

১. নির্বাচিত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞান এবং পেশাগত শিক্ষায় দক্ষ শ্রেণি শিক্ষক তৈরি করা।
২. শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক প্রস্তুত করা।
৩. আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

যোগ্যতা

যে কোন শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস অথবা সমমানের পরীক্ষা পাস এই কোর্সে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

মেয়াদকাল

বিএড অনার্স তিন শিক্ষাবর্ষ মেয়াদী। প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পাঠ্যসূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিএড অনার্স কোর্সের পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ:

(ক) বাধ্যতামূলক বিষয়: (১) জাতীয় ভাষা (২) সাধারণ ইংরেজি (৩) কম্পিউটার এডুকেশন।

(খ) পেশাগত বিষয়:

১. থিওরি এন্ড প্রিন্সিপলস অব এডুকেশন।
২. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা।
৩. সমকালীন শিক্ষা।
৪. এডোলেসেন্ট মাইন্ড এন্ড ডেভেলাপমেন্টাল নিউস।
৫. শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন।

৬. শিক্ষাক্রম উন্নয় ও ব্যবস্থাপনা।
৭. সাইকোলজী অব লার্নিং।
৮. স্কুল অর্গানাইজেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট।
৯. মেথডস এন্ড টেকনিকস অব টিচিং।

নৈর্বাচনিক বিষয়ের যে কোন একটি শাখা থেকে দুইটি বিষয় চয়ন করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে ১০০ নম্বরের তিনটি পত্র থাকবে।

(গ) নৈর্বাচনিক বিষয় মানবিক শাখা:

(১) বাংলা ও ইংরেজি /অর্থনীতি /রাষ্ট্রবিজ্ঞান/ ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস
অথবা,
(২) ইংরেজি ও ইতিহাস /ইসলামের ইতিহাস/অর্থনীতি
অথবা,
(৩) অর্থনীতি ও গণিত/কৃষিবিজ্ঞান

বিজ্ঞান শাখা

(১) গণিত ও পদার্থ বিদ্যা /রসায়ন /পরিসংখ্যান /ভূগোল /কৃষিবিজ্ঞান
অথবা
(২) রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা /প্রানিবিদ্যা /ভূগোল /গার্হস্থ্য অর্থনীতি

ব্যবসায় শাখা

(১) হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা/অর্থনীতি /গণিত পরিসংখ্যান /ভূগোল
অথবা
(২) ব্যবস্থাপনা ও পরিসংখ্যান /ভূগোল /অর্থনীতি

মূল্যায়ন

বিএড অনার্স কোর্স মোট ২০০০ নম্বরের এবং প্রতি শিক্ষাবর্ষ শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়।

(১) বিএড অনার্স পার্ট- ১ পরীক্ষা

১। জাতীয় ভাষা; ২। পেশাশিক্ষা- ১; ৩। পেশাশিক্ষা- ২; ৪। পেশাশিক্ষা- ৩; ৫। ঐচ্ছিক বিষয়- ১ প্রথম; ৬। ঐচ্ছিক বিষয়- ২ দ্বিতীয় পত্র মোট ৬০০ নম্বর।

(২) বিএড অনার্স পার্ট- ২ পরীক্ষা

১। সাধারণ ইংরেজি; ২। কম্পিউটার; ৩। পেশা শিক্ষা- ৪র্থ; ৪। পেশা শিক্ষা- ৫ম; ৫। পেশা শিক্ষা- ৬ষ্ঠ; ৬। ঐচ্ছিক বিষয়- ১ দ্বিতীয় পত্র; (৭) ঐচ্ছিক বিষয়- ২ দ্বিতীয়পত্র।

(৩) বিএড অনার্স পার্ট- ৩ পরীক্ষা

১। পেশাশিক্ষা- ৭ম; ২। পেশাশিক্ষা- ৮ম; ৩। পেশা শিক্ষা- ৯ম; ৪। ঐচ্ছিক বিষয়- ১ তৃতীয় পত্র ৫। ঐচ্ছিক বিষয়- ২ তৃতীয় পত্র; ৬। কম্পিউটার (ব্যবহারিক); ৭। ক্লাসরুম টিচিং মৌখিক পরীক্ষা।

(ক) প্রতি বিষয়ে (তাত্ত্বিক) পাস নম্বর- ৩৬% নম্বর
(খ) ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর- ৪০%
(গ) মৌখিক পরীক্ষার পার নম্বর- ৪০%

এমএড প্রোগ্রাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অনুষদে এমএড প্রোগ্রামের স্থান তৃতীয়। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পুরুষ) এবং রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এই দুইটি কলেজ বর্তমানে এমএড এবং ময়মনসিংহ এম ইন এডুকেশন কোর্স চালু আছে। নিম্নে এমএড কোর্সের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হল:

উদ্দেশ্য

১. উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং উপরে শ্রেণিতে পাঠদানের উপযোগী দক্ষ শ্রেণি শিক্ষক প্রস্তুত করা।
২. আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

ভর্তির যোগ্যতা

এমএড কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হল বিএড অথবা সমমানের পরীক্ষা পাশ। কিন্তু উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএড কোর্সে ভর্তির জন্য অপর একটি শর্ত হল- যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক।

মেয়াদকাল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড কোর্সের মেয়াদ কাল হল এক শিক্ষাবর্ষ। একে ৬ মাস মেয়াদী দুইটি সিমেস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে।

পাঠ্যসূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড কোর্স আবশ্যিক, নৈর্বাচনিক এবং ঐচ্ছিক এই তিন ভাগে বিভক্ত। নিচে এমএড কোর্সের পাঠ্যসূচি মান বন্টনসহ বিবৃত করা হল:

(ক) আবশ্যিক বিষয়:

বিষয়	আভ্যন্তরীণ মান	চূড়ান্ত মান	মোট
ক. ১ শিক্ষার দার্শনিক ও সামাজিক ভিত্তি	৫০	৫০	১০০
ক. ২ শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি	৫০	৫০	১০০
ক. ৩. শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষা পরিসংখ্যান	৫০	৫০	১০০

(খ) নৈর্বাচনিক বিষয় (যে কোন দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে):

বিষয়সমূহের নাম	আভ্যন্তরীণ মান		চূড়ান্ত মান	মোট
	তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক		
খ. ১ শিক্ষা প্রশাসন	৪০	১০	৫০	১০০
খ. ২ তুলনামুলক শিক্ষা	৪০	১০	৫০	১০০
খ. ৩ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতি	৪০	১০	৫০	১০০
খ. ৪ শিক্ষক শিক্ষণ	৪০	১০	৫০	১০০
খ. ৫ মাধ্যমিক শিক্ষা	৪০	১০	৫০	১০০

(গ) ঐচ্ছিক বিষয়ঃ

থিসিস:	সন্দর্ভ	... ৮৯	* ১০০
	মৌখিক	... ২০	

* শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের উপর গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করতে হয়।

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন

১. আবশ্যিক তিনটি বিষয়ে প্রতিটি তে ৫০% নম্বর আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন করা হয় অর্থাৎ কলেজের শিক্ষকবৃন্দ প্রদান করে থাকেন।

২. নৈর্বাচনিক দুইটি বিষয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ১০ নম্বরে ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে হয় আর বাকী ৪০ নম্বরের পরীক্ষা কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়ে থাকেন।

৩. চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন উভয় ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপ্রশ্ন প্রণেতা ও পরীক্ষক থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিন।

২. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যসমূহ কি?

৩. বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামের ভর্তি যোগ্যতা ও মেয়াদকাল বিবৃত করুন।

৪. বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামের বাধ্যতামূলক ও পেশাগত বিষয়ের নাম করুন।

৫. বিএড (অনার্স) পার্ট- ৩ এর নম্বর বণ্টন কিরূপ তা লিখুন।

৬. এমএড প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য কি কি?

৭. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচির আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বিবরণ দিন।

৮. এমএড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন প্রণালী লিখুন।

পাঠ ১৫.২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আই.ই.আর)-এর শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ আপনি–

- আই.ই.আর-এর সমন্বিত বিএড অনার্স প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম বিবৃত করতে পারবেন।
- আই.ই.আর-এর এমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন।

সমন্বিত বি এড অনার্স প্রোগ্রাম

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষা বর্ষে আই.ই.আর সমন্বিত বিএড (অনার্স) প্রোগ্রাম প্রবর্তন করেছে। এই প্রোগ্রাম টি বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রথম অনার্স প্রোগ্রাম। ইতিপূর্বে এদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অর্নাস ছিল না। অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে তিন বছর মেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণে অনার্স চালু করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর সমন্বিত বিএড অনার্স প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল:

উদ্দেশ্য

Objectives of the Programme

The major objectives of this integrated programme of general and professional education are to provide:

1. Advanced subject matter knowledge of selected academic subjects from Arts, Social Science and Science disciplines with special emphasis on languages and related communication skills;
2. Modern fundamental courses on education for developing professional competencies based on in-depth knowledge, relevant skills and values along with ethical and cultural orientation;
3. Opportunities for attachment programme with educational institutions for acquiring practical experiences of performing professional responsibilities in actual situations and
4. Sound foundation required for further professional study on education leading to specialization in different areas of the education sector.

মেয়াদকাল

আই.ই.আর-এর সমন্বিত বিএড অনার্স প্রোগ্রামের মেয়াদকাল হল তিন শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী।

ভর্তির যোগ্যতা

সমন্বিত বিএড অনার্স প্রোগ্রামে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস বা তার সমমানের পরীক্ষা পাস।

শিক্ষাবর্ষ সিমেস্টার ভিত্তিক

- প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ দুইটি সিমেস্টারে বিভক্ত। প্রতি সিমেস্টার প্রতি বিষয়ে সপ্তাহে ২.৫ ঘন্টা ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।
- সাধারণত প্রতি সেমিস্টারে একজন শিক্ষার্থী পাঁচটি বিষয় নিতে পারেন এবং প্রতি কোর্স বা বিষয়ের মান হল ৫ ক্রেডিট আওয়ারস।

ডিগ্রী লাভের আবশ্যকতা

- Praticum ক্লাস ৫টি বিষয় বা কোর্সের সমান অর্থাৎ ২৫ ক্রেডিট আওয়ারস।
- সমন্বিত বিএড অর্নাস ডিগ্রী লাভের জন্য একজন শিক্ষার্থী ২৫টি কোর্সের ১২৫ ক্রেডিট আওয়ারস কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয়।
- কৃতকার্যতার সঙ্গে ২৫ ক্রেডিট আওয়ারসে Praticum সম্পন্ন করতে হয়।
- ক্রমপুঞ্জিতভাবে ন্যূনতম গড়ে ২.৫ গ্রেড পয়েন্ট অর্জন করতে হয়।
- কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষায় ও মৌখিক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল লাভ করতে হয়।

এমএড প্রোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর ষাট দশকের গোড়া থেকে এদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণে এমএড কোর্সের মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করে যাচ্ছে। এই কোর্সের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে:

উদ্দেশ্য

১. আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক কোর্সের মাধ্যমে উচ্চতর পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষাবিদ তৈরি করা।
২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, গবেষক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ এবং উচ্চতর শ্রেণি শিক্ষক গড়ে তোলা।
৩. শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের নেতৃস্থানীয় পেশাগত বিশেষজ্ঞ তৈরির সুদৃঢ় ভিত ভূমি গড়ে তোলা।

মেয়াদকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর এমএড প্রোগ্রাম নিয়মিত প্রশিক্ষণার্থীর জন্য এক শিক্ষা বছর। আর, খন্ডকালীন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য এই কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।

ভর্তির যোগ্যতা

এমএড কোর্সের ন্যূনতম যোগ্যতা হল বিএ/বিএসসি/বি কম সহ বিএড ডিগ্রী বা তার সমমানের ডিগ্রী।

এমএড কোর্সের পাঠ্যসূচি

এমএড ডিগ্রী কোর্সের Major Programmes of Study পাঁচটি ক্ষেত্র রয়েছে একজন প্রশিক্ষণার্থী যে কোন একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হয় । এই ক্ষেত্রগুলো হল:

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা

(গ) বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা

(ঘ) শিক্ষা প্রশাসন

(ঙ) শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা।

কোর কোর্স

সকল এমএড প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীকে নিম্নোক্ত কোর কোর্সগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হয়:

কোর্সের নাম	ক্রেডিট আওয়ার
১. ফিলোসোফিক্যাল ফাউন্ডেশন অব এডুকেশন	৩
২. সাইকোলজীক্যাল ফাউন্ডেশন অব এডুকেশন	৩
৩. সোসলজীক্যাল ফাউন্ডেশন অব এডুকেশন	৩
৪. থিওরি এন্ড প্র্যাকটিস অব কারিকুলাম ডেভেলেপম্যান্ট	৩
৪. ডেভেলেপমেন্ট এন্ড এডুকেশন ইন বাংলাদেশ	৩
৬. ম্যাথডস এন্ড টেকনিকস অব এডুকেশন	৩
	১৮

প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে উপরে বর্ণিত পাচঁটি ক্ষেত্রের মধ্য থেকে যে কোন একটি ক্ষেত্রের আওতাভূক্ত কোর্সগুলোর মাধ্যমে মোট ২৭ ক্রেডিট আওয়ার অর্জন করতে হবে। এতে ৬টি কোর্স এবং থিসিস এর মাধ্যমে এম এড ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হবে। এমএড কোর্সে মোট ক্রেডিট আওয়ারস হল- ৪৫।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.২

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর-এর সমন্বিত বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামের পরিচিতি দিন।

২. সমন্বিত বিএড (অনার্স) এর উদ্দেশ্য কি কি?

৩. সমন্বিত বিএড (অনার্স) এর ডিগ্রী লাভের আবশ্যকতা কি কি?

৪. আই.ই.আর-এর এমএড এর উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।

৫. এমএড-এর কোর কোর্সগুলো উল্লেখ করুন।

আ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বিত বিএড অনার্স কোর্সের বিশদ বর্ণনা দিন।

২. আই.ই.আর এর এমএড প্রোগ্রামের বিবরণ দিন।

পাঠ ১৫.৩

বাংলাদেম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষ আপনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর স্কুল অব এডুকেশনের–

- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিএড) প্রোগ্রামের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের বিশদ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- এমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে পারবেন।

সিএড প্রোগ্রাম

প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সোপান হল প্রাথমিক শিক্ষা। আর এই সোপান শিক্ষা জীবনের মূলভিত্তি স্থাপন করে। উন্নত জীবনের স্বাদ গ্রহণের বাসনা এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়। এটিকে বাস্তব রূপদানের পথ প্রদর্শক হলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। এ প্রেক্ষাপটে/পটভূমিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন সিএড কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে সিএড কোর্স প্রবর্তন করেছে।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব এডুকেশনের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের সিএড কোর্সের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছে:

- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষণ দক্ষতা অর্জন।
- শ্রেণিব্যবস্থাপনা এবং পাঠদান কৌশল জানা ও প্রয়োগ করা।
- শিক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা।
- মানবিক, সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলী অর্জন ও মূল্যবোধর বিকাশ সাধন।

সি এড কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা

বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশনের সিএড কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল:

- এসএসসি কিংবা এইচএসসি-তে দ্বিতীয় বিভাগ সহ এইচএসসি পাস।
- কর্মরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের এসএসসি পাস।

সিএড কোর্সের সময়কাল

সার্টিফিকেট এন এডুকেশন (সিএড) প্রোগ্রামকে ছয়মাস মেয়াদের তিনটি সিমেস্টারে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সিএড প্রোগ্রামের মোট ব্যাপ্তিকাল হল এক বছর ছয় মাস।

সিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাসূচি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই প্রোগ্রামটি ছয় মাস মেয়াদী তিনটি সেমিস্টারে বিভক্ত। নিম্নে সিমেস্টার ভিত্তিক কোর্স বিভাজন, তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজসহ নম্বর বন্টন উপস্থাপন করা হল:

সিমেস্টার অনুযায়ী কোর্স বিভাজন

১ম সিমেস্টার	তত্ত্বীয়	নির্ধারিত কাজ	ব্যবহারিক	মোট
শিশু ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান	১০০			১০০
শিক্ষানীতি ও শিখন পদ্ধতি	১০০			১০০
বাংলা	৬০	১৫		৭৫
গণিত	৬০	১৫		৭৫
ওরিয়েন্টেশন			১০	১০

২য় সিমেস্টার	তত্ত্বীয়	নির্ধারিত কাজ	ব্যবহারিক	মোট
শিক্ষা মূল্যায়ন	৭৫			৭৫
পরিবেশ শিক্ষা সমাজ	৮০		২০	১০০
ইংরেজি	৬০	১৫		৭৫
শারীরিক শিক্ষা			২৫	২৫
পাঠটীকা ও অনুশীলনী পাঠদান			৪০	৪০

৩য় সেমিস্টার	তত্ত্বীয়	নির্ধারিত কাজ	ব্যবহারিক	মোট
পরিবেশ শিক্ষা বিজ্ঞান	৮০		২০	১০০
প্রাথমিক শিক্ষা	৫০			৫০
ধর্ম	৫০			৫০
চারু ও কারুকলা			২৫	২৫
চূড়ান্ত অনুশীলনী পাঠদান			৫০	৫০
মৌখিক				৫০
			মোট	১০০০

কোর্স সামগ্রী

বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসুচি অনুসরণ স্ব-শিখন মড্যুল আকারে রচিত ও মুদ্রিত শিখন সামগ্রীর অনুশীলন, পাঠদান করা এবং রেডিও টিভি অনুষ্ঠান মারফত পাঠ গ্রহণের সুযোগ দান।

টিউটোরিয়াল সার্ভিস

কার্যকর পাঠ গ্রহণ ও অনুশীলন কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য টিউটোরিয়াল সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের পিটিআইগুলোর মাধ্যমে টিউটোরিয়াল সার্ভিস প্রদান করা হয়। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগদান বাধ্যতামূলক। প্রতিমাসের প্রথম ও তৃতীয় শুক্রবারে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে (পিটিআই) টিউটোরিয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী পাঠদান

প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষার পর পাঠটীকা প্রণয়ন সম্পর্কে ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ, দ্বিতীয় সিমেস্টারে ৪দিন ব্যাপী অনুশীলনী পাঠদান এবং তৃতীয় সিমেস্টারে চূড়ান্ত পাঠদান ও মৌখিক পরীক্ষা

অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব স্কুলের প্রধান শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলনী পাঠদান করে থাকেন।

মূল্যায়ন

প্রতি সিমেস্টার পর নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ভর্তির পরবর্তী পাঁচ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে শেষ করতে হয়।

বিএড প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে থেকে বিএড প্রোগ্রামে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য কার্যক্রম শুরু করে। এর পূর্বে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) মাধ্যমে দূরশিখন পদ্ধতিতে বিএড প্রোগ্রাম প্রবর্তন করেছিল। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দূর শিখনের মাধ্যমে বি এড প্রোগ্রামসহ আরও প্রোগ্রাম প্রবর্তন করেছে।

উদ্দেশ্য

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেশের প্রচলিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক/আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ নানা আর্থসামাজিক অসুবিধার দরুণ শিক্ষক- প্রশিক্ষণ কলেজগুলো ভর্তি হতে পারছেন না। এছাড়া বিপুল সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা মেটানোর এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের আধুনিক গতিধারা সঙ্গে শিক্ষকদের সংযোগ সাধনই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত দূর শিক্ষণে বিএড প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য।

ভর্তির যোগ্যতা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের বিএড প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ:

- ভর্তির সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

সময়কাল

বিএড প্রোগ্রামের মোট সময়কাল হল দুই বছর। এই দুই বছর সময়কে ছয়মাস মেয়াদের চারটি সিমেস্টারে বিভক্ত।

শিক্ষাক্রম

বিএড প্রোগ্রামের সমগ্র শিক্ষাক্রমকে মোট ২৪টি কোর্সে বিভক্ত করে এগুলোকে চারটি সেমিস্টারে বিভক্ত। প্রতি সিমেস্টারকে আবার (১) আবশ্যিক ও (২) নৈর্বাচনিক কোর্সে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে সিমেস্টার ভিত্তিক কোর্সগুলো বর্ণিত হল:

সিমেস্টার ভিত্তিক কোর্সসমূহ

আবশ্যিক কোর্স

প্রথম সেমিস্টার

EDB 1301	শিক্ষনীতি পরিচিত	Introduction to Principles of Education
EDB 1302	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান পরিচিত	Introduction to Educational Psychology
EDB 1303	ইসলাম ও শিক্ষা	Islam and Education
EDB 1304	শিক্ষা মূল্যায়ন: নীতি ও ব্যবহারিক দিক	Education Evaluation: Principles and Application

দ্বিতীয় সিমেস্টার

EDB 2301	শিক্ষাদানের মূলনীতি ও	Principles of Teaching and Methods of Teaching
EDB 2302	শিক্ষাদান পদ্ধতি	Psychological Process in Education-1
EDB 2303	শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানীক প্রক্রিয়া- ১	Education in Muslim India
EDB 2304	মুসলিম ভারতে শিক্ষা পরিসংখ্যান পরিচিতি ও	Introduction to Statistics

তৃতীয় সেমিস্টার

EDB 3301	শিক্ষাক্রম প্রণয়ন	Curriculum Development
EDB 3302	শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানীপ্রক্রিয়া- ২	Psychological Processes in Education-2
EDB 3303	বৃটিশ ভারতে শিক্ষা	Education in British India
EDB 3304	পরিসংখ্যানগত পরিমাপ ও অভীক্ষা	Statisticl Measures and Tests

চতুর্থ সেমিস্টার

EDB 4201	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	Organization and Mangement of Secondary Schools
EDB 4202	শিখনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক	Theories of Learning and their Implications
EDB 4203	বাংলাদেশ শিক্ষা	Educational in Bangladesh
EDB 4204	নির্দেশনা ও পরামর্শ দান	Guidance and Counselling

নৈর্বাচনিক কোর্স

'ক' ও 'খ' গ্রুপের যে কোন একটি থেকে দুইটি নির্বাচন করতে হবে:

'ক' গ্রুপ

প্রথম সিমেস্টার

EDB 1311	ভাষা ও মাতৃভাষা	Language and Mother Tongue
EDB 1312	বিদেশী ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষাদান	Teaching English as a Foreign Language
EDB 1313	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থনীতি শিক্ষাদান	Teaching Economics in Secondary Schools

দ্বিতীয় সিমেস্টার

EDB 2311	মাতৃভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি	Methods of Teaching Mother Tongue
EDB 2312	ইংরেজি ভাষা-দক্ষতার বিকাশ	Developing English Language Skills
EDB 2313	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌরনীতি শিক্ষাদান	Teaching Civies in Secondary Schools

তৃতীয় সিমেস্টার

EDB 3311	ভাষা ও রচনা শিক্ষাদান	Teaching Language and Composition
EDB 3312	ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতি	Methods of Teaching English
EDB 3313	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান	Teaching History in Secondary Schools

চতুর্থ সিমেস্টার

EDB 4311	ভাষা শিক্ষাদানে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	Tests and Evaluation in Language Teaching
EDB 4312	ইংরেজি রচনা ও সাহিত্য শিক্ষাদান	Teaching English literature and Composition
EDB 4313	উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত: বাংলাদেশ	Development Perspectives: Bangladesh

'খ' গ্রুপ

প্রথম সিমেস্টার

EDB 1321	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষাদান	Teaching Geographt in Secondary Schools
EDB 1322	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জড়বিজ্ঞান শিক্ষাদান	Teaching Physical Science in Secondary Schools
EDB 1323	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গনিত শিক্ষাদান- ১	Teaching Mathematics in Secondary Schools- 1

দ্বিতীয় সিমেস্টার

EDB 2321	প্রাকৃতিক ভূগোল	Physical Geography
EDB 2322	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান শিক্ষাদান	Teaching Biological Science in Secondary Schools
EDB 2323	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গনিত শিক্ষাদান- ২	Teaching Mathematics in Secondary Schools- 2

তৃতীয় সিমেস্টার

EDB 3321	ভূগোল শিক্ষাদান পদ্ধতি	Methods of Teaching Geography
EDB 3322	বিজ্ঞান: পদার্থ, জীব ও রসায়ন	Science: Physics, Biology and Chemistry
EDB 3323	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষাদান- ৩	Teaching Mathematics in Secondary Schools- 3

চতুর্থ সিমেস্টার

EDB 4321	ভূগোল শিক্ষার মূল্যায়ন	Evaluation in Teaching Geography
EDB 4322	বিজ্ঞান শিক্ষার মূল্যায়ন	Evaluation in Teaching Science
EDB 4323	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গনিত শিক্ষাদান- ৪	Teaching Mathematics in Secondary Schools- 4

শিখন সামগ্রী

বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক প্রণীত স্ব শিখন সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে বিএড প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

নম্বর বণ্টন

বিএড প্রোগ্রামের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকের কোনটিতে কত নম্বর বরাদ্ধ রয়েছে তার বিভাজন নিম্নরূপ:

- তাত্ত্বিক পরীক্ষা- ৬০০
- ব্যবহারিক পাঠদান ও পাঠটীকা প্রণয়ন, ওরিয়েন্টেশন, সামার ও উইন্টার স্কুলে অনুষ্ঠিত-১০০
- নির্ধারিত কাজ (Assignment)- ১০০
- চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা - ২০০
  (মৌখিক পরীক্ষা- ১০০ ও চূড়ান্ত পাঠদান- ১০০)

টিউটোরিয়াল সার্ভিস

বিএড প্রোগ্রামে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষাণার্থীদের পাঠ প্রদানের অন্তরায় দূরীকরণ, ও অনুশলিনী পাঠদানে সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে সারা দেশে মোট ১৭টি টিউটোরিয়াল সেন্টার রয়েছে। এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে (১) ওরিয়েন্টশন কোর্স, (২) সামার স্কুল, (৩) উইন্টার স্কুল, (৪) চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মূল্যায়নঃ পরীক্ষা পদ্ধতি

- বিএড প্রোগ্রামের প্রতি সিমেস্টার শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী নির্বচিত কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রতি সিমেস্টারে মোট ৬টি কোর্সের ওপর ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়।
- চতুর্থ সিমেস্টার শেসে চূড়ান্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে গ্রেড পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

এমএড প্রোগ্রাম

বর্তমানে “শিক্ষা” একটি শিখনীয় বিষয় হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত/অন্যান্য বিষয়ের মত “শিক্ষা” বিষয়েও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন অনুষদ ১৯৯৮ সাল থেকে “মাস্টার অব এডুকেশন” প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে। এই প্রোগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে:

উদ্দেশ্য

১. শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা ।

২. শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সহায়তা করা।

৩. শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা।

৪. শিক্ষাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করার সমর্থ অর্জন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সার্থকভাবে প্রয়োগ করে এর গতি তরান্বিত করা।

ভর্তির যোগ্যতা

বাউবি’র স্কুল অব এডুকেশনে মাস্টার অব এডুকেশন প্রোগ্রামের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হল:

- যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএড বা সমমানের ডিগ্রীধারী। অথবা
- যে কোন বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষক।

প্রোগ্রামের ধরন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশনের মাষ্টার ডিগ্রী-ইন-এডুকেশন প্রোগ্রাম দুই ধরনের হবে।

(ক) কেবল কোর্স ভিত্তিক

(খ) গবেষণা ও কোর্স সংমিশ্রণে।

শিক্ষাক্রম

বাউবি'র স্কুল অব এডুকেশনের মাস্টার ডিগ্রী কোর্সে তিনটি পর্যায়। যেমন:
প্রথম পর্যায়ে ছয়টি আবশ্যিক বিষয় রয়েছে-

(১) শিক্ষার বুনিয়াদ (Foundation of Education)
(২) উচ্চতর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Avanced Educational Psychology)
(৩) শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাক্রম প্রণয়ন (Educaitonal Management and Curriculum Development)
(৪) শিক্ষায় যোগাযোগ ও প্রযুক্তি (Educaitonal Communication and Teachnogy)
(৫) শিক্ষা গবেষণা (Educational Reasearch)
(৬) তুলনামূলক শিক্ষা (Comparative Education)

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে Fields of Specialization চারটি করে কোর্স থাকবে। শিক্ষার এইক্ষেত্রগুলো হল:

(১) অর্থনীতি ও উন্নয়ন শিক্ষা
(২) গণিত শিক্ষা
(৩) বিজ্ঞান শিক্ষা
(৪) ভাষা শিক্ষা।

তৃতীয় পর্যায়

এই পর্যায়েও উপরোক্ত ক্ষেত্র সমূহের প্রতিটিতে চারটি কোর্স রয়েছে। থিসিস গ্রুপের প্রশিক্ষণার্থীরা তৃতীয় পর্যায়ে দুইটি কোর্সের পরিবর্তে ৬ ক্রেডিটের গবেষণার কাজ নিতে হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- প্রাপ্ত নম্বরের গড়মান চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভিত্তি হবে।
- তিন (৩) ক্রেডিট= ১০০ নম্বর।
- ন্যূনতম পাস নম্বর হবে- ৫০।
- ১০০ নম্বরের মধ্যে- ৮০ লিখিত পরীক্ষা হবে এবং টিএমএ ২০ নম্বর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৩

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন এর সিএড-এর উদ্দেশ্য কি কি?
২. সিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যসূচির আওতাভুক্ত বিষয়গুলো কি?
৩. বাউবি'র বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের পরিচিতি দিন।
৪. বিএড প্রোগ্রামের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া লিখুন।
৫. এমএড প্রোগ্রামের ভর্তির যোগ্যতা কি কি?
৬. এমএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রমের পর্যায়গুলো কি?

আ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাউবি'র সিএড প্রোগ্রামের বিবরণ দিন।
২. বাউবি'র বিএড প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম আলোচনা করুন।
৩. এমএড প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্যাবলী বিবৃত করুন।

পাঠ ১৫.৪

ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষাক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত। শিক্ষক-প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে-

- ভোকেশনাল শিক্ষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম বিবৃত করতে পারবেন;
- টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ডিপ্লোমা-ইন-টিচার্স ট্রেনিং এর শিক্ষাক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বি.এসসি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষাক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শ্রম বাজারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা। এরূপ দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত শিক্ষক। এছাড়া বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট গুণগত মানের বৃদ্ধি হচ্ছে। যেমন- প্রযুক্তিক দক্ষতা, আধুনিক শিখন শেখানো কৌশল, সমাজের চাহিদা মাফিক প্রযুক্তি সংযোজন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ সাধন। এই সব দিকের যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে:

উদ্দেশ্য

১. বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

২. বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তি সংশ্লিষ্ট কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এ্যাটাচমেন্ট প্রোগ্রামের ভেতর দিয়ে ঘনিষ্ট সম্পর্কে গড়ে তোলা।

৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে ডিজাইন, উন্নয়ন, পরীবিক্ষণ, বাস্তবায়ন, ও মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা দান করা।

৪. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানায় কর্মরত পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক, সহকারি তত্ত্বাবধায়ক রক্ষণাবেক্ষণ টেকনিশিয়ান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দান করা।

৫. বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো পদ্ধতি উদ্ভাবন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন এবং নানা সমকালীন সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা পরিচলনা করা।

৬. বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় নবতর তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিস্তরণের ব্যবস্থা করা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ

বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বগুড়াতে একটি “ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ভিটিটিআই) স্থাপন করেছে। ভিটিটিআই তে তিন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যেমন:

১. স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ।
২. সার্টিফিকেট-ইন-ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং।
৩. ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং।

নিম্নে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

সার্টিফিকেট-ইন-ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং

বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি বহু বিষয়ের সম্মিলনে গঠিত একটি প্রশিক্ষণীয় প্রোগ্রাম। এছাড়া ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি বহুমাত্রিক (জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি) প্রোগ্রাম বটে।

উদ্দেশ্য

ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতার মান বৃদ্ধিকরণ। এই দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আচরণগত ব্যবস্থাপনা, ট্রেড বিষয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি, অনুশীলনী পাঠদান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন কৌশল, কলকারখানায় এ্যাটাচমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান। এছাড়া অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি সঙ্গে ওয়াকিবহালকরণের জন্য শিক্ষকবৃন্দকে জ্ঞানে, দক্ষতায় ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়নে উন্নত প্রশিক্ষণ দান।

যোগ্যতা

সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাসের পর দুই বছর মেয়াদী ট্রেড সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস এই কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা।

সময়কাল

এই সার্টিফিকেট কোর্সের মেয়াদী এক বছর। ৬ মাস করে দুইটি সেমিস্টারে বিভক্ত।

পাঠ্যসূচি

বর্তমানে ভিটিটিআই-তে আটটি ট্রেড বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেগুলো হল:

১. আটো-ডিজেল

২. বৈদ্যুতিক

৩. খামার যন্ত্রপাতি

৪. যন্ত্রনির্মাতা

৫. রেডিও টেলিভিশন

৬. শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ও রেফ্রিজারেশন বা শীতলীকরণ

৭. ওয়েল্ডিং ও

৮. ছুতারের কাজ (কার্পেন্ট্রি)।

উপরিউক্ত প্রতিটি ট্রেডে দুইটি সিমেস্টারের জন্য বিশদ আলাদা আলাদা পাঠ্যসূচি রয়েছে। প্রতি সিমেস্টারের ষোল সপ্তাহের কর্মকাল রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে ৫০ মিনিটের গড়ে ৩৫টি পিরিয়ডে ক্লাস রয়েছে তন্মধ্যে তাত্ত্বিক পিরিয়ড সংখ্যা গড়ে ১৪টি এবং ব্যবহারিক গড়ে ২১টি পিরিয়ড নির্ধারিত। এছাড়া ৩-৪ সপ্তাহের শিল্প কারখানার এ্যাটাচমেন্ট প্রোগ্রাম রয়েছে।